ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

ফিচার-৭

আগরতলা, ৫ মে, ২০২৫

রুদিজলার এঁটেল মাটিতে প্রাণের স্পন্দন

।।তুহিন আইচ।।

মেলাঘরের পালপাড়া স্থানীয়ভাবে কুমোর পাড়া নামেই বেশি পরিচিত। বহু বছর ধরেই মৃৎ শিল্পীদের বসবাস এই পাড়ায়। এই পাড়ারই বাসিন্দা দুলাল পাল। মাটির জিনিসপত্র তৈরি ও বিক্রি করাই তাদের পারিবারিক ব্যবসা। উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম। গৃহবধূ হয়ে আসার পর স্বামী দুলাল পালের কাজে হাত লাগান উমা পালও। সময়ের সাথে সাথে হাড়ি, পাতিল, কলসি তৈরিতে দক্ষ হয়ে উঠেন উমা পালও।

বাচ্চাদের খেলনা, মূর্তি তৈরি ও সংসার সামলানোর মাঝে উমা দেবীর চিন্তা ছিল নতুন কিছু করার। মাটির জিনিসপত্র তৈরির সঙ্গে সঙ্গে দুলাল পাল টেরাকোটার কাজও করতেন। টেরাকোটা হলো পোড়ামাটির তৈরি এক ধরণের শিল্পকর্ম। মাটির ফলকে মূর্তি, দৃশ্যাবলী, কোন ঘটনা ফুটিয়া তোলার নাম টেরাকোটা। মূলত ঘর বা কোন জায়গা সাজিয়ে তোলার কাজে টেরাকোটা ব্যবহার করা হয়। দুলাল পাল টেরাকোটার কাজ করলেও তাকে প্রধান জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেননি। উমা পাল একদিন ঠিক করলেন টেরাকোটাকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবেন। দুলাল পালও বিশেষ উৎসাহ নিয়ে স্ত্রীকে তালিম দিলেন টেরাকোটার কাজে। তালিম পেয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই উমা পাল নিজেকে মেলে ধরলেন একজন দক্ষ টেরাকোটা শিল্পীরূপে।

বেশ কয়েক বছর আগে উমা পাল ঐ পাড়ারই আরও নয় জন মহিলাকে নিয়ে গড়ে তোলেন ‘লক্ষ্মী স্ব সহায়ক দল’। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনায় তিন লক্ষ টাকা ঋণ পায় তারা। ঐ সময়ে মাটির পুতুল, ফুলদানী, জলের বোতল, সন্দেশের সাজ তৈরি করে বিভিন্ন মেলায় বিক্রি করতেন তারা। উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হওয়ায় সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে অসুবিধা হয়নি তাদের। ২০২২ সালে মেলাঘর পুর পরিষদের আওতাধীন ত্রিপুরা শহুরী জীবিকা মিশনের স্বীকৃতি পায় লক্ষ্মী স্বসহায়ক দল। এরই মধ্যে তারা টেরাকোটা শিল্পে নিজেদের দক্ষ করে তোলেন। ত্রিপুরা শহুরী জীবিকা মিশন থেকে ১০ হাজার টাকা অনুদান পান। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি মেলায় অংশগ্রহণ করার অনুমোদনও পেয়ে যান তারা। তারফলে বিভিন্ন মেলায় বিনা খরচে তারা স্টল দেন। তাদের সামগ্রী বিক্রি করেন। উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সবটাই এখন তাদের উপার্জন। কারণ আসা, যাওয়া, থাকা খাওয়া বাবদ যা খরচ হয় সবটাই বহন করে ত্রিপুরা শহুরী জীবিকা মিশন। উমা পাল বলেন, লোক জীবন, লোক সমাজের চিত্রকে বিভিন্ন সামগ্রীতে তুলে ধরাই তাদের সাফল্যের কারণ। প্রদীপ, রান্নার পাত্র, বাচ্চাদের খেলনাতেই তারা সীমাবদ্ধ থাকেননি।

২য় পাতায়

গ্রামীণ লোক কাহিনী শুনে তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটা শিল্প ব্যবহার করে মূর্তি, মুখোশ, দেয়াল চিত্র নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি শুরু করেছিলেন তা আজ সাফল্যের রূপ পেয়েছে। ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটা শিল্প বর্তমানের আধুনিক পণ্য সামগ্রীর সঙ্গে লড়াই করে থাকতে পারছে উমা দেবীদের মত স্ব-উদ্যোগীদের জন্যে। এই ক্ষেত্রে শিল্পী দুলাল পালের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দুলাল বাবু তাদের যথা সময়ে টেরাকোটার কাজে শিক্ষা দান করেছেন। দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করছেন। উমা দেবী জানালেন বর্তমানে বিভিন্ন মেলায় পণ্য বিক্রি করে তাদের বার্ষিক আয় হয় প্রায় তিন লক্ষ টাকা। সঙ্গে প্রাপ্তি সামাজিক পরিচিতি, সম্মান। কাজের স্বীকৃতি ও সাফল্যের পুরস্কার হিসেবে লক্ষ্মী স্বসহায়ক দলটি এই বছর দিল্লিতে যাওয়ার সুযোগ পায়। এই বছর ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে অমৃত বাটিকা উৎসবে তাদের টেরাকোটার সামগ্রী নিয়ে স্টল দেওয়া হয়। সেখানে উমা পাল প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সাফল্যে খুব খুশি উমা পাল সহ তার সাথীরা। দিল্লিতে তাদের শিল্পকর্মের প্রচুর চাহিদাও ছিল। এইভাবেই রুদিজলার এঁটেল মাটিকে পুড়িয়ে টেরাকোটায় রূপদান করে লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা ও জনপ্রিয় করে তোলার কাজ করছেন তারা। উমাদের পুরো বাড়িটিই এখন এক শিল্প কারখানা। উমা পালের গল্প একজন শিল্পীর সাফল্যের চেয়েও বেশি। একটি বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার কাহিনী। উমা দেবী শুধুমাত্র মৃৎশিল্পী হয়ে থাকতে চাননি। টেরাকোটাকে তিনি হৃদয়ে স্থান করে দিয়েছেন। পোড়ামাটি তাঁর প্রাণের স্পন্দন, হৃদয়ের অনুভূতি।

****